OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 66
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 586 - 590
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iv, Published on October issue 2026, Page No. 586 - 590
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

বৈপ্লবিক আন্দোলনে মেদিনীপুর : বঙ্গভঙ্গ থেকে স্বাধীনতা পর্যন্ত

উৎকলিকা সাহু
সহকারী অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ
বঙ্গবাসী ইভিনিং কলেজ
Email ID: utkalika.sahoo86@gmail.com

Received Date *30. 09. 2026*
Selection Date *15. 10. 2026*

Keyword
Medinipur, Partition of Bengal, Revolutionary Nationalism, Swadeshi Movement, Khudiram Bose, Anti-Colonial Resistance, Tamralipta Jatiya Sarkar, Indian Independence Movement.

Abstract
This paper explores the significant role of Medinipur in India's revolutionary movement from the Partition of Bengal in 1905 to the achievement of independence in 1947. Medinipur, a prominent centre of anti-colonial resistance in Bengal, witnessed the emergence of revolutionary nationalism, political mobilisation, and militant resistance against British colonial rule. The Swadeshi Movement following the Partition of Bengal encouraged nationalist consciousness and inspired revolutionary activities among students, youth, and local political activists. Revolutionary figures such as Khudiram Bose and Prafulla Chaki became symbols of courage and sacrifice in the struggle against colonial oppression. The district also played a crucial role in the Civil Disobedience Movement and the Quit India Movement, particularly through the establishment of the Tamralipta Jatiya Sarkar in 1942 under the leadership of Satish Chandra Samanta, Sushil Kumar Dhara, and Ajoy Kumar Mukherjee. By examining revolutionary organisations, political leadership, popular participation, and local resistance, this paper highlights Medinipur's distinctive contribution to India's freedom struggle and its enduring place in the history of anti-colonial nationalism.

Discussion

ভারতের মধ্যে মেদিনীপুর একটি অতি ঐতিহ্যশালী ও স্বাধীনতার আন্দোলনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। ঔপনিবেশিক ভারতে এই জেলা বহু বিদ্রোহ সংগঠিত হতে দেখেছে। চুয়াড় বিদ্রোহ, নায়েক বিদ্রোহ থেকে শুরু করে জমিদার বিদ্রোহ বা মলঙ্গী বিদ্রোহ এই জেলার তৎকালীন ব্রিটিশ শাসকদের যথেষ্ট বেগ পাইয়েছিল। উনিশ শতকে বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের অভিমুখ পরিবর্তিত হয়। ভারতমাতাকে বিদেশি শাসকদের কষাঘাত থেকে মুক্ত করতে মেদিনীপুর জেলার মানুষও সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। বঙ্গভঙ্গের পূর্ব থেকেই সেই স্বাধীন ভারতের প্রতিষ্ঠাকল্পে ব্রতী হয়েছিলেন বহু বিপ্লবী। ১৯০২ সাল নাগাদ মেদিনীপুর জেলায় যে গুপ্ত সমিতি তৈরি হয় তা উদ্বুদ্ধ করেছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, হেমচন্দ্র কানুনগো, প্যারীলাল ঘোষ-সহ বিপ্লবীদের প্রচেষ্টায়। বঙ্গভঙ্গের পরেও এই জেলার বিপ্লবীরা বিয়াল্লিশের আন্দোলনে দেশের জন্য প্রাণত্যাগ পর্যন্ত করেছিলেন। মনে রাখা প্রয়োজন ভারতের প্রথম জাতীয় সরকার এই জেলাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তেভাগা আন্দোলনেও এই জেলার তমলুক ও ঘাটাল মহকুমায় ভয়ানক রূপ পরিগ্রহ করেছিল। কৃষক-পুলিশ সংঘর্ষও

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 66
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 586 - 590
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

হয়েছিল। সুতরাং বঙ্গভঙ্গ থেকে দেশভাগ পর্যন্ত যে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড মেদিনীপুর জেলায় ঘটেছিল সেটি ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায় হয়ে থাকবে।

মেদিনীপুর জেলায় নিজস্ব সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রাজনৈতিক পরিমণ্ডল ছিল সেটা বঙ্গভঙ্গের সময় আরও পরিস্ফুট হয়েহিল। মেদিনীপুর শহরের বেলী হলে ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সমাবেশ বসেছিল। জেলার বিভিন্ন জায়গায় পিকেটিং, বিদেশি দ্রব্য বর্জন, পথ পরিক্রমা, সভা সমাবেশ, রাখিবন্ধনের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানিয়েছিল ছাত্র যুব সম্প্রদায়রা। ১৯০৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর সরকারি বিবৃতির মাধ্যমে শাসনকার্যে সুবিধার জন্য বাংলাকে বিভাজন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। মালদা সহ চট্টগ্রাম, ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগ নিয়ে সমস্ত উত্তর ও পূর্ববঙ্গ এবং আসাম নিয়ে যে প্রদেশটি তৈরি করা হয়েছিল তা বাংলা থেকে পৃথক একটি অঞ্চলে পরিণত হয়েছিল। এই নতুন প্রদেশের নাম হল পূর্ববঙ্গ ও আসাম। বাংলা ভাগের ফলে জনমানসে রোষের উদ্ভব হয়েছিল। কলকাতা-সহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে চরমপন্থী দল তৈরি হয়েছিল। এরা বঙ্গবিভাজনকে মানতে চায়নি। সাধারণ মানুষ বিক্ষোভ করার পরেও ও আবেদন করার পরবর্তীকালেও ব্রিটিশ সরকার এটিকে Settled fact রূপে ঘোষণা করেছিল। এই যে নতুন অচলাবস্থা শুরু হয়েছিল তাতে ব্রিটিশদের চাপে ফেলতে বিরোধিতা শুরু হয় বয়কটের মাধ্যমে। সে সময় কৃষ্ণকুমার মিত্র তাঁর ‘সঞ্জীবনী’ পত্রিকায় বিলেতি দ্রব্য বর্জনের ডাক দেন। ৭ আগস্ট ১৯০৫ সালে কলকাতা টাউন হলে ভারতে বিদেশি দ্রব্য বর্জনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। শুরু হয় স্বদেশি আন্দোলন। ঐ সময়ে মেদিনীপুরেও অনুরূপ সভা হয়। প্রায় হাজার খানেক ছাত্র প্রতিজ্ঞা করে বঙ্গভঙ্গ রদ না হওয়া পর্যন্ত তারা বিদেশি দ্রব্য পরিহার করবে। সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নেতৃত্বে তখন একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তৈরি হয়। স্থানীয় হিন্দু স্কুলের মাঠে একটি ছাত্র সমাবেশ হয় ২ সেপ্টেম্বর। যার সভাপতিত্ব করেন ‘মেদিনী বান্ধব’ পত্রিকার সম্পাদক দেবদাস করণ। এই সভায় স্থির হয়েছিল স্বদেশি সামগ্রী সরবরাহের জন্য ছাত্রদের উদ্যোগে ‘ছাত্র ভাণ্ডার’ স্থাপন হবে। বঙ্গ বিভাজনের প্রতিবাদে ছাত্ররা তিনদিন যাবৎ জুতো, কোট ও ছাতা ব্যবহার করবে না স্থির হয়েছিল।[১]

সে সময় আখড়ার উৎপত্তি হয়েছিল। এই আখড়াগুলোতে ব্যায়াম, কুস্তির পাশাপাশি চরকায় সুতো কাটা শেখানো হত।

> “সে সময় জেলাতে আখড়ার সংখ্যা কেহ রাখে নাই, কিন্তু সমগ্র জেলায় যে উৎসাহ, উদ্দীপনা, শরীর গঠনের যে দৃঢ় মানসিকতার সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে মনে হয় জেলাতে কয়েকশত ব্যায়াম, কুস্তি ও লাঠি খেলার আখড়া ছাত্র ও যুবক দলকে নতুন শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। এমন একটিও মহকুমা বা থানা বাকি ছিল না যেখানে ব্যায়াম ও কুস্তির আখড়ার সৃষ্টি হয়নি।”[২]

মেদিনীপুরে তখন বহু গুপ্ত সমিতিও তৈরি হয়েছিল। ১৯০৬ সালে হেমচন্দ্র কানুনগো প্যারিসে বোমা বানানো শিখতে গিয়েছিলেন। দেশে ফিরে এসে যুগান্তর দলের বিপ্লবীদের সাথে তিনি বোমা তৈরির কাজ করতেন। পূর্ববঙ্গের লেফটেন্যান্ট গভর্নর র‍্যামফিল্ড ফুলারকে মারতে ব্যর্থ হলেও তিনি নারায়ণগড় স্টেশনের কাছে ছোটলাট অ্যান্ড্রু ফ্রেজারের হত্যার প্রচেষ্টাতেও ব্যর্থ হন। তাঁর সুপারিশে মেদিনীপুরের অন্য এক বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুকে প্রফুল্ল চাকীর সাথে মজফ্ফরপুরে পাঠানো হয়। কিন্তু ১৯০৮ সালের ৩০ এপ্রিল কিংসফোর্ডকে হত্যার পরিবর্তে নিহত হন মিস ও মিসেস কেনেডি। ধরা পড়ার আগেই প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করেন। অন্যদিকে ক্ষুদিরামকে বন্দী করে ১৯০৮ সালের ১১ আগস্ট ফাঁসি দেওয়া হয়।[৩]

বঙ্গভঙ্গের প্রভাব শুধুমাত্র মেদিনীপুর শহরে সীমাবদ্ধ না থেকে তা ছড়িয়ে পড়েছিল ক্ষীরপাই, দাঁতন, পাঁচরোল, ঘাটাল, মহিষাদল, কাঁথি-সহ বিভিন্ন অঞ্চলে। মেদিনীপুরের বড়বাজার অঞ্চলে ছাত্ররা দোকানে দোকানে গিয়ে বিদেশি দ্রব্য বিক্রয় না করার আর্জি জানাত। বড়বাজারে প্রায় দশ হাজার টাকা মূলধন নিয়ে স্বদেশি ভাণ্ডার বিপণি তৈরি করা হয়েছিল।[৪] দেশবাসীরা তখন ‘বন্দেমাতরম্’ সংগীতে উচ্ছ্বাসিত। বিভিন্ন শোভাযাত্রা মেদিনীপুরে বার হত। যেখানে বিভিন্ন সংগীতের মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা হত। মেদিনীপুরের শোভাযাত্রাগুলিতে যে গীত তরুণ মনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল সর্বাপেক্ষা বেশি তা হল –

“জীবন আহবে চল

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 66
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 586 - 590
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

চল! চল!! চল!!!
বাজবে সেথায় রণভেরী
আসবে প্রাণে বল
চল! চল!! চল!!!
ছেড়ে দিয়ে সুখ দূরে রেখে মান
বীর সাজে অয়ে হাতে নিয়ে প্রাণ,
বীর দাপে কাঁপবে ধরা,
করবে টলমল!
চল! চল!! চল!!
মরে থেকে ভাই, সুখ কি আছে?
লাগুক জীবন দেশের কাজে
জীবন গেলে জীবন পাবে
হবে জনম সফল!
চল! চল!! চল!!!
উঠিছে দেখ তরুণ তপন
ফুটেছে কতই আশার কিরণ,
ঐ অস্ত্রে বুক বেঁধে ভাই,
আয়রে দেব দল
চল! চল!! চল!!!”[৫]

১৯০৫ সালে সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে যে স্বদেশি আন্দোলন হয়েছিল মেদিনীপুরে সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। ১৯১৯ সালে ময়মনসিংহ-তে অনুষ্ঠিত যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন হয়েছিল তাতে মেদিনীপুরের প্রতিনিধিত্ব করেন শাসমল। তারপরের বছর তাঁর ইচ্ছায় ফজলুল হকের সভাপতিত্বে মেদিনীপুরে সম্মেলন হয়েছিল। অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সাথে সাথে ১৯২১ সালে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপন প্রতিরোধ করার আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। ঔপনিবেশিক সরকার পরীক্ষামূলকভাবেই মেদিনীপুরে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপন করেছিল। এর বিরুদ্ধে বীরেন্দ্রনাথ প্রচার অভিযান করেছিলেন।[৬]

১৯২০ সালে কলকাতায় যে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন বসে তাতে পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপত রায় সভাপতিত্ব করেন। বীরেন্দ্রনাথ এই কংগ্রেসে প্রতিনিধিবর্গের খাদ্য সরবরাহ বিভাগের সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই অধিবেশনের প্রধান আলোচনার বিষয় ছিল মহাত্মা গান্ধী প্রস্তাবিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলন। বাংলার আইনজীবীদের মধ্যে চিত্তরঞ্জন এর বিরোধিতা করলেও বীরেন্দ্রনাথ এটি সমর্থন করেন। নাগপুর কংগ্রেসেও তিনি অসহযোগ প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। তিনি বলেন –

> “পূর্ব্বে এদেশে ছুটির অবকাশে রাজনৈতিক নেতা হওয়া যাইত। নিজের সুখ-শান্তিকে ষোল আনা বজায় রাখিয়া, এমনকি, নিজের ঐশ্বর্য্য ও সুনাম বৃদ্ধির জন্যও দেশভক্ত সাজা অসম্ভব ছিল না। তৎপূর্ব্বে দেশ সেবার জন্য ব্যবসায় পরিত্যাগ বা স্বার্থে জলাঞ্জলি দিবার কথা উঠিলে লোকে সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিত। এমনি সময়ে কংগ্রেসের মধ্য দিয়া দেশের চতুর্দিকে অহিংস অসহযোগের মন্ত্র প্রচারিত হইল।”[৭]

১৯১৮ সালে যে স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল তার সমর্থনে মেদিনীপুরে এসেছিলেন অ্যানি বেসান্ত। ওদিকে ১৩ এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে মেদনীপুরে শোক দিবস পালিত হয়েছিল। ১৯২১ সালে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 66
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 586 - 590
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

All India Congress Committee-র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী Prince of Wales-এর ভারত আগমনকে কেন্দ্র করে মেদিনীপুরবাসীরা সারা জেলায় হরতাল পালন করে।[৮]

এইরকম রাজনৈতিক বাতাবরণে পুনরায় মেদিনীপুরে বৈপ্লবিক আন্দোলন শুরু হয়। পরিমল কুমার রায়, প্রফুল্ল ত্রিপাঠি, পুলিনবিহারী মাইতি, বীরেন্দ্রনাথ মাঝি, হরিপদ ভৌমিক সহ বহু ছাত্রদের প্রতিষ্ঠায় মেদিনীপুর শহরের টাউন স্কুলে 'মিলন মন্দির' নামে ১৯২৪ সালে একটি ক্লাব তৈরি হয়। ১৯২৭ সালে এঁদেরই প্রচেষ্টায় শহরের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রদের নিয়ে তৈরি হয় মেদিনীপুর যুব সংঘ। এই সংঘের সভাপতি ছিলেন দেবেন্দ্রলাল খান। তখন বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার গ্রুপের দীনেশচন্দ্র গুপ্ত মেদিনীপুরে এসে মেদিনীপুরের ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি মেদিনীপুরে আসার পর মেদিনীপুরের যুব গোষ্ঠী দিনেশের কেন্দ্রীয় সংগঠন বি. ভি-র সাথে সম্পর্ক তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়। পরবর্তীতে বি.ভি গোষ্ঠী মেদিনীপুরের একটি শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হয়। মেদিনীপুরে তিনজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিধন কান্ড এই গোষ্ঠীর মাধ্যমেই ঘটেছিল।[৯]

১৯৩০ এর ১২ মার্চ লবণ আইনভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে গান্ধী সবরমতী আশ্রম থেকে ৭৯ জন সহকর্মীসহ গুজরাটের ডান্ডিতে পদযাত্রার মাধ্যমে লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। সেইসূত্রে মেদিনীপুর জেলাতেও আইন অমান্য আন্দোলন ব্যাপক রূপ পরিগ্রহ করেছিল। কাঁথি ও তমলুক মহাকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে ৬ এপ্রিল নিয়মিত লবণ প্রস্তুতের কর্মসূচি অব্যাহত থাকে। কাঁথি মহাকুমার পিছাবনী ও তমলুক মহাকুমার নরঘাট ছিল আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ স্থান। কাঁথি মহকুমায় ৫৬টি বে-আইনি লবণ উৎপাদন কেন্দ্র খোলা হয়। মহিলারাও গান্ধীজীর আহ্বানে উদ্বুদ্ধ হয়ে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদান করে। তমলুক মহাকুমার ৯টি লবণ উৎপাদন কেন্দ্র খোলা হয় ১৯৩০ সালে। ময়না থানার ঘোড়ামারা ও নন্দীগ্রামের বারদুয়ারি লবণকেন্দ্র পরিচালিত হয়েছিল মহিলাদের দ্বারা। এই লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন মেদিনীপুরের যেসব মহিলাদের কারাদণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছিল তারা হলেন মাতঙ্গিনী হাজরা, প্রভাবতী মাইতি, চারুশীলা জানা, কিরণবালা মাইতি, সুহাসিনী দেবী প্রমুখ।[১০]

গান্ধীজির নেতৃত্বে ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ব্রিটিশ সরকারের লবণ আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে গান্ধীজি এই আন্দোলনের সূচনা করেন। বাংলার মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমাতে এই আন্দোলন ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল। কংগ্রেসের মেদিনীপুর জেলার মহেন্দ্রনাথ মাইতি যিনি রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি ছিলেন, তাঁর সভাপতিত্বে তমলুকে আইন অমান্য সমিতি তৈরি হয়েছিল। এই সমিতির সম্পাদক ছিলেন সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, জীবেশচন্দ্র দেব, অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়, কার্তিকচন্দ্র ভৌমিক প্রমুখ। তমলুক শহর থেকে প্রায় ১২ মাইল দূরে নরঘাট-এর নদীর ধারটিকে আইন অমান্যের উপযুক্ত স্থান হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। আইন অমান্যের স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য স্থানীয় মানুষরা সহযোগিতাও করেছেন। যেমন তমলুক রাজবাড়ির সুরেন্দ্রনারায়ণ রায় তাঁর একটি বাড়িতে স্বেচ্ছাসেবকদের থাকার ব্যবস্থা করে দেন। এই স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে মেদিনীপুরের মানুষজন ছাড়াও কলকাতা, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, বরিশাল, ময়মনসিংহের মানুষরাও উক্ত শিবিরে যোগদান করেন। এই শিবিরের আচার্য ছিলেন সতীশচন্দ্র সামন্ত। মেদিনীপুরের বিপ্লববাদী কাজকর্মের প্রভাব এই আইন অমান্য আন্দোলনেও পড়েছিল। পুলিশি বর্বরতার প্রতিবাদে রাজনৈতিক হত্যার বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। ম্যাজিস্ট্রেট পেডি-কে ১৯৩১ সালের ৭ এপ্রিল বিপ্লবী বিমল দাশগুপ্ত ও জ্যোতিজীবন ঘোষ হত্যা করেন। হত্যা করার পরে তারা কলকাতায় পালিয়ে আসে। কিন্তু ১৯৩১ সালের ২৯ অক্টোবর কলকাতার ইউরোপীয় বণিক সমিতির সভাপতি ভিলিয়াসকে তাঁর অফিসে হত্যার চেষ্টা করেন বিমল দাশগুপ্ত। আর তখনই তাঁকে ধরা হয় ও দশ বছর সশ্রম কারদণ্ড দেওয়া হয়।[১১] ১৯৩২ সালের ৩০ এপ্রিল মেদিনীপুরের জেলা শাসনকর্তা ডগলাস-কে জেলা বোর্ডের মিটিং চলাকালীন প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য ও প্রভাংশু পালের রিভলবারের গুলিতে নিহত হলেন। এরপর ১৯৩৩ সালের ২ সেপ্টেম্বর মেদিনীপুরের দুই বিপ্লবী অনাথ পাঁজা ও মৃগেন দত্ত তখনকার জেল ম্যাজিস্ট্রেট বার্জকে পুলিশ লাইনের সুরক্ষিত এলাকার মধ্যে হত্যা করেন। বার্জের দেহরক্ষীদের গুলিতে এই দুই বিপ্লবীর মৃত্যু ঘটে।[১২]

পরবর্তী সময়ে সর্বাপেক্ষা যে গণ আন্দোলনটি মেদিনীপুরে প্রভাব ফেলেছিল তা হল ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলন। মেদিনীপুর জেলার বহু মানুষ এই আন্দোলনে যোগদান করেছিল। ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে ভারতের যে কটি আন্দোলন হয়েছিল তাতে মেদিনীপুর জেলার অধিবাসীগণ শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল। মেদিনীপুরের তমলুকের মধ্যে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 66
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 586 - 590
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

প্রধান কেন্দ্রস্থলগুলি ছিল মহিষাদল, তমলুক, সুতাহাটা, নন্দীগ্রাম। নন্দীগ্রামের কিছু নেতারা ২৯ সেপ্টেম্বর সরকারি দপ্তর, আদালত, থানাতে আক্রমণ করার জন্য 'বিদ্যুৎ বাহিনী' নামের স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী তৈরি করা হয়। মেদিনীপুরের খেজুরি, সুতাহাটা, পটাশপুর থানার অঞ্চলগুলিকে বিদ্রোহীরা দখল করেছিল। এই সময় তমলুক থানা দখল কাণ্ডে সত্যাগ্রহী মাতঙ্গিনী হাজরা সাহসিকতার পরিচয় দেন। পুলিশের গুলিতে তিনি নিহত হন। পুলিশ জনতার বিক্ষোভ চলেছিল। ১৯৪২ সালের ১৭ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'স্বাধীন তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার।' সতীশচন্দ্র সামন্ত, অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়, সুশীল কুমার ধাড়ার মতো বিপ্লবীদের দ্বারা এই 'জাতীয় সরকার' প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল তমলুকে।[১৩] ভারত স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বে দেশমাতার জন্য এতজন বিপ্লবীর রক্তক্ষয়ী আন্দোলন ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের ফলে ভারতেও বিভিন্ন গণ আন্দোলন চলতে থাকে। এই সময় কমিউনিস্টদের হাতেই মূলত এইসব আন্দোলনের নেতৃত্ব গিয়েছিল। ১৯৪৬ সালে তেভাগা আন্দোলন হয়। মেদিনীপুর ছিল কংগ্রেসের শক্তিশালী একটি কেন্দ্র। কৃষক সভার নেতৃত্বে মেদিনীপুরেই তেভাগা আন্দোলন বিস্তার লাভ করেছিল। বিমল মাঝির নেতৃত্বে কৃষক নারী বাহিনী এই প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগদান করেছিল। পুলিশি গুলি চলেছিল এইসব আন্দোলনে। এছাড়া ১৯৪৭ সালে মেদিনীপুর জেলার পাঁচখুরিতে প্রাদেশিক কৃষক সভার দশম অধিবেশন হয়েছিল। তেভাগা আন্দোলনের দ্বারা প্রায় তিন হাজার মানুষ বন্দী হয়েছিলেন। মেদিনীপুর জেলার রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের একটি বিশেষ ভূমিকা ও গুরুত্ব অতি অবশ্যই স্বাধীনতার ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে। অবিভক্ত সেই মেদিনীপুর তার নিজস্ব গৌরবে আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে।

Reference:

১. দাস, চিত্তরঞ্জন, 'মেদিনীপুরের বৈপ্লবিক ইতিহাস', মেদিনীপুর ইতিহাস রচনা সমিতি, মেদিনীপুর, ১৩৬২, পৃ. ১৪-১৫
২. দাস, বসন্ত, 'স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর', প্রথম খণ্ড; পাল, রীনা, 'স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর', পশ্চিমবঙ্গ, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, জানুয়ারি ২০০৪, পৃ. ১৬৮
৩. তদেব, পৃ. ১৬৮
৪. দাস, চিত্তরঞ্জন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬
৫. তদেব, পৃ. ২৯-৩০
৬. কুন্ডু, কমল কুমার, 'জিলা মেদিনীপুর : স্বাধীনতার আন্দোলন', দীপশ্রী প্রকাশন, তমলুক, ২০০১, পৃ. ১৬
৭. পাল, শ্রীপ্রমথনাথ, 'দেশপ্রাণ শাসমল', দি সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৩৪৫, পৃ. ২৫
৮. ভট্টাচার্য, তারাশংকর, 'স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর', ভূতপূর্ব রাজবন্দী গ্রন্থাগার, কলকাতা, ১৯৭৩, পৃ. ৯৯
৯. পাল, রীনা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১
১১. পাল, রীনা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২
১২. তদেব, পৃ. ১৭৩
১৩. বিশাল, সুব্রত, 'সমকালীন বাংলার বিভিন্ন জেলায় ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বিস্তার', IJCRT, p. 393, https://ijcrt.org. cited on 10.10.2026